[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

সম্মেলন করেছে ভুক্তভোগী মুক্তযোদ্ধা পরিবার।

মঙ্গলবার (১৬আগস্ট) দুপুর ১২টায় ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে মুক্তিযোদ্ধা ইদ্রীস আলী ও মেয়ে ইডেন কলেজের ছাত্রী রঞ্জনা খাতুন জানান, মোঃ ইদ্রিস আলী একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ১৯৭১ সালে ৮ নম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর মনজুর রহমান এর নেতৃত্বে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। জেলার অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধারা তাকে চেনেন ও জানেন। মুল বাড়ী হরিণাকুন্ডু উপজেলার তাহেরহুদা ইউনিয়নের রামনগর গ্রামে হলেও তিনি ১৯৮৯ সাল থেকে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ১৫ নং কালিচরণপুর ইউনিয়নে উত্তর কাস্টসাগরা গ্রামে বসবাস করেন।

গত ইউপি নির্বাচনে নৌকা প্রতীকের সমর্থন করায় বর্তমান স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান ও ১নং ওয়ার্ডের বর্তমান মেম্বর মিজানুর রহমান মিজু’র ইন্ধোনে সম্পতি ও জায়গা জমি নিয়ে একই গ্রামের পাঞ্জু শাহ, ইউনুস ও সুরত আলীর সাথে পুরাতন বিরোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। জমিজমা সংক্রান্তে আদালতে মামলা চলমান রয়েছে। যার মামলা নং- অতিরিক্ত জেলা জজ (২) দেওয়ানী আপিল-৮৪/২০। এরই জের ধরে তাদের প্রতিপক্ষ তোয়াজ উদ্দিন এর পুত্র মনিরুল প্রায়ই ইদ্রীস আলী বড় কন্যা (ঢাকা ইডেন মহিলা কলেজের মাষ্টার্স ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী) রঞ্জনাকে উত্ত্যক্ত ও আপত্তিজনক প্রস্তাব দিয়ে আসছিল।

জমিজমা সংক্রান্ত বিষয় আদালতে বিচারাধীন থাকাবস্থায় গত ২২ জুলাই রাত ৮ টার সময় তুহিন ও মনিরুলের হুকুমে দেশীয় অস্ত্রসস্ত্র, লাঠিসোটা নিয়ে তার পরিবারের উপর অতর্কিত হামলা করে।

এতে শালিকা শিখা খাতুন ও তার পুত্র মোঃ নয়ন কে জখম করে। এ সময় তার কন্যা (রঞ্জনা খাতুন) প্রতিবাদ জানাতে এগিয়ে গেলে মনিরুল, রানা রঞ্জনার জামা কাপড় ছিড়ে শ্লীলতাহানি ঘটায় ও এলোপাতাড়ী মারপিট করে এমনকি প্রতিবন্ধী স্ত্রী রাশিদা খাতুনকে মারপিট করে, শ্যালকের ৫ মাসের অন্তসত্তা স্ত্রীর তলপেটে লাথি ও ঘুষি মারে মনিরুল, ওবায়দুল ও আসাদ।

তিনি গত ২৩ জুলাই হতে ৩০জুলাই পর্যন্ত ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনি এখনো শংকা মুক্ত নন।

বিষয়টি নিয়ে তার শালিকা ও তার পুত্র মোঃ নয়ন ঝিনাইদহ সদর

হাসপাতালে ভর্তি হয়। এর মধ্যে ২৫জুলাই ঝিনাইদহ কোর্টে মামলা দায়ের করে তার শ্যালক মোঃ সাবান শাহ। মামলা নং- ২২৫/২২ এবং কন্যা রঞ্জনা খাতুন গত ২৯জুলাই তারিখে সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করে। যার নং- ৫৮/৩২৫।

তিনি লিখিত বক্তব্যে আরও বলেন এ ঘটনার পর থেকে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে খুনের হুমকি ধামকি দেয়। গত ১ আগস্ট আসামীদের জামিনের পরপরই আমার কন্যা রঞ্জনা খাতুন ও শ্যালক সাবান শাহ কে হত্যার হুমকি ও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করিতে থাকে। এ অবস্থায় রঞ্জনা খাতুন ২ আগস্ট ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করে। ডায়েরী নং- ১১৯ এবং সাবান শাহ বাদী হয়ে গত ১আগস্ট ঝিনাইদহ কোর্টে একটি ৭ ধারা মামলা দায়ের করে। যার মামলা নং- ৪৩৪/২২।

উক্ত ঘঁটনা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে থানা প্রশাসন এবং পিবিআই দফায় দফায় তদন্ত কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এর পরেও তারা ক্ষ্যান্ত হয় নি। উক্ত বিষয়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হবার পর থেকে গত ১২ আগস্ট সকালে সদর উপজেলার উত্তর কাষ্টসাগরা বাজারে একটি কথিত মানব বন্ধনের নামে আদিবাসীদের ব্যবহার করে বিভিন্ন অশ্লীল ও আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করে ব্যানার, প্লেকার্ড, ফেস্টুন প্রদর্শন করে। আদৌও তারা কোন আদিবাসী নয়।

এ বিষয়ে তিনি ১৩ আগস্ট ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করেন যার নং- ৮৭৪। তাছাড়া দুই কন্যা ঢাকা ইডেন মহিলা কলেজ ও সরকারি কে.সি. কলেজে পড়ুয়া মেয়ের বিরুদ্ধে অত্যন্ত আপত্তিকর পতিতা বিত্তি পেশার সাথে তুলনা করে। তাদের কুরুচি পূর্ণ বক্তব্য ও প্লেকার্ড প্রদর্শন করেছে। যা আমার পরিবার ও সন্তানদের জন্য লজ্জাজনক ও মানহানিকর। আমি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সরকারি আবাসন প্রকল্পে দুই দফা ঋণ উত্তোলন করে উক্ত স্থানে স্থানীয় আনারুল ইসলাম তুফান মালিতার নিকট হইতে ৩ শতাংশ জমি নিয়ে একতালা বাড়ি নির্মাণ কাজ শুরু করি। উক্ত ৩ শতাংশ জমি ব্যতিত আমার কোন সম্পত্তি নেই। আমি কখনোও আদিবাসি নামধারী কাহারও নিকট হইতে জমি ক্রয় বা ভোগদখল করি নাই। তথাপিও আমার ঋণের টাকায় নির্মানাধীন বাড়ি নিয়ে নানারকম কুরুচি পূর্ন বক্তব্য প্রদর্শন করে।

পরিবারটি এখন জীবনের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। সংবাদ সম্মেলনে তিনি প্রকৃত সত্য ঘটনা প্রকাশ করে প্রশাসনের সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে

দোষিদের শাস্তির দাবী জানান।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা (সাবেক কমান্ডার) রেজাউল ইসলাম,বীর মুক্তিযোদ্ধা জামাল হোসেন, মুক্তিযোদ্ধা আলাউদ্দীন, শ্যালিকা শিখা খাতুন প্রমূখ।

ঝিনাইদহে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালিত

ঝিনাইদহে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭ তম শাহাদতবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

সোমবার সকালে শহরের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক সংগঠন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শোক র্যালী বের করা হয়। র্যালী শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘরে প্রেরণা ৭১ চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

পরে প্রেরণা ৭১ চত্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। দিবসের শুরুতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেণ রাষ্ট্রের পক্ষে জেলা প্রশাসন, এর পরেই পুলিশ সুপার, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এছাড়া বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জেলা শাখাসহ বিভিন্ন অংগ ও সহযোগী সংগঠন, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকেও পুস্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

পরে জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য খালেদা খানম, জেলা প্রশাসক মনিরা বেগম, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টুসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা, বঙ্গবন্ধুর পলাতক খুনিদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের আওতায় আনার দাবী জানান। অপরদিকে সোমবার সকালে শহরের এইচএসএস

সড়কের আহার রেস্টুরেন্টের সামনে আলোচনা সভার আয়োজন করে সদর থানা যুবলীগ ও জেলা জাতীয় শ্রমিক লীগ।

এতে ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি জীবন কুমার বিশ্বাস, জেলা জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি আক্কাচ আলী, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক রাজু আহম্মেদ, সদর থানা যুবলীগের আহ্বায়ক শাহ মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল রাজাসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন। আলোচনা সভা শেষে দোয়া মাহফিল ও গণভোজের আয়োজন করা হয়।

হরিণাকুণ্ডুতে শ্রদ্ধায় স্মরণে জাতীয় শোক দিবস

প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা, শোক র্যালী, দু’আ মাহফিলসহ নানা আয়োজনে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে পালিত হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস।

সোমবার সকালে উপজেলা পরিষদ চত্তরে জাতির পিতার ম্যুরালে উপজলা পরিষদ, প্রশাসন, বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ, আওয়ামী লীগ, পৌরসভা, বাংলাদেশ পুলিশ, প্রেস ক্লাব, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগসহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন।

সকাল ১০টায় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইউএনও সুস্মিতা সাহার সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসাইন। এ সময় সহকারী কমিশনার (ভূমি) তানভীর হোসেন, পৌরসভার মেয়র ফারুক হোসেন, ওসি সাইফুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসেন, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি খাইরুল ইসলাম, ইউপি চেয়ারম্যান কামাল হোসেন, শরাফত দৌলা ঝন্টু, প্রেস ক্লাব সভাপতি সাইফুজ্জামান তাজু, স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক ফিরোজ সালাউদ্দিন, যুগ্ম আহবায়ক রাফেদুল হক সুমন, ছাত্রলীগের

যুগ্ম আহবায়ক রুবেল রানা, শিক্ষার্থী সাকিব মোহাম্মদ শোয়েব প্রমূখ বক্তব্য দেন।

এ ছাড়াও এই উপলক্ষে উপজেলা আওয়ামী লীগ পুস্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা ও দু’আর মাহফিল করে। এসব অনুষ্ঠানে উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মশিউর রহমান জোয়ার্দার ও সাধারণ সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলামসহ দলীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সকাল ১১টায় ছাত্রলীগের যুগ্ম আহবায়ক রুবেল রানার নেতৃত্বে শোক র্যালী, ইসলামী ফাউন্ডশনের আয়োজনে আলোচনা সভা, দু’আ মাহফিল, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে যুবক- যুবতীদের মাঝে যুব ঋণের চেক বিতরণসহ উপজেলার প্রতিটি গ্রামে গণভোজের আয়োজন করে আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন সহযোগি সংগঠন।

নিজের মেয়েকে পাশবিক নির্যাতন করলো পিতা

ফুফুর বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে নিজের পিতা দুই বছর ধরে কিশোরী মেয়ে (১৩) কে পাশবিক নির্যাতন চালিয়ে আসছে।

এক পর্যায়ে মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে পড়লে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের এক সাবেক নার্স দিয়ে গর্ভপাত ঘটানো হয়। ঘটনাটি ঘটেছে ঝিনাইদহ পৌর এলাকার পবহাটী গ্রামে।

এ ঘটনায় লম্পট পিতা রাশেদকে জুতার মালা গলায় দিয়ে রোববার বিকালে পুলিশে সোপর্দ করেছে জনতা। পেশায় দর্জি লম্পট রাশেদ পবহাটী গ্রামের মৃত মকবুল হোসেনের ছেলে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি (তদন্ত) এমদাদুল হক জানান, রাশেদ শহরের উপ-শহরপাড়ায় বিয়ে করে। তার একাধিক স্ত্রী রয়েছে। কিশোরী মেয়েটি ঝিনাইদহ শহরের উপ-শহর পাড়ার রাকিব উদ্দীন হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেনীর ছাত্রী।

মেয়েটির ভাষ্যমতে, পঞ্চম শ্রেনীতে পড়ার অবস্থায় তার পিতা তাকে

যৌন নিপীড়ন চালিয়ে আসছে। বিভিন্ন সময় ফুফুর বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে ঘুমের ওষুধ সেবন করিয়ে নিজের কিশোরী মেয়েকে মাসের পর মাস পাশবিক নির্যাতন করে আসছিল রাশেদ।

এক পর্যায়ে মেয়ে গর্ভবতী হয়ে পড়লে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের এক সাবেক নার্স দিয়ে গর্ভপাত ঘটানো হয়। ঘটনাটি জানাজানি হয়ে পড়লে রোববার বিকালে পবহাটী ও উপশহরপাড়ার বাসিন্দরা ফুসে ওঠে।

তারা রাশেদকে ধরে গলায় জুতার মালা পরিয়ে ঝিনাইদহ সদর থানায় সোপর্দ করে। সদর থানার ওসি (তদন্ত) এমদাদুল হক জানান, এ ঘটনায় মামলার প্রক্রিয়া চলছে। লম্পট রাশেদ পুলিশ হেফাজতে রয়েছে।

ঝিনাইদহে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত। রবিবার সকালে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ঝিনাইদহ কার্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অবঃ) এটিএম আব্দুল ওয়াহহাব।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, মোঃ নুর উর রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (সাবেক সচিব) রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ঝিনাইদহ জেলা ইউনিটের ভাইস চেয়ারম্যান মাহমুদুল ইসলাম ফোটন, সেক্রেটারি জেএম রাশীদুল আলম রশীদসহ, নির্বাহী সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুল, সহ ইউনিটের সদস্যবৃন্দ।

ঝিনাইদহে বইছে নির্বাচনী হাওয়া, ভোট সেপ্টেম্বরে

ইউপি নির্বাচনের আমেজ কাটতে না কাটতেই ঝিনাইদহ পৌর নির্বাচন নিয়ে আলোচনা। আগামী সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই পৌর নির্বাচন সম্পন্নের প্রস্তুতি গ্রহণে নির্দে দিয়েছেন হাইকোর্ট।

মূলত এরই সূত্র ধরে শুরু হয়েছে নির্বাচনী আলোচনা সমালোচনা। ঝিনাইদহ সদর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত এ আলোচনা সর্বত্রই। বাজারের চায়ের স্টল, হাট, ঘাট, মাঠ সর্বত্রই চলছে নির্বচনী আলোচনা। মোট কথা ৩ জন থেকে ৫ জন ভোটার একত্রিত হলেই শুরু হয়ে যায় নির্বাচনী আলোচনা।

ঝিনাইদহের সর্বসাধারণের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, প্রার্থীরা ইতোমধ্যে অনেকটাই দৃশ্যমান। প্রার্থীরা এখন বিভিন্ন সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে, এলাকার খেলাধুলার অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার মাধ্যমে জনগণের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করছেন।

ঝিনাইদহ পৌর নির্বাচনে প্রতীক পেয়েছেন মেয়র পদে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা চার প্রার্থী। নৌকা প্রতীক নিয়ে আওয়ামী লীগের প্রবীণ ও ত্যাগী নেতা আব্দুল খালেক, নারকেলগাছ প্রতীক নিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী ওরফে হিজল, মোবাইল প্রতীক নিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী মিজানুর রহমান ওরফে মাসুম এবং হাতপাখা নিয়ে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী সিরাজুল ইসলাম মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দীতা করছেন।

ঝিনাইদহ পৌরসভায় মোট ভোটার ৮২ হাজার ৬৯৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৪০ হাজার ৪৪৬ জন ও নারী ভোটার ৪২ হাজার ২৪৯ জন।

ঝিনাইদহ পৌর নির্বাচনে এখনো পর্যন্ত এগিয়ে রয়েছেন ঝিনাইদহের কৃতিসন্তান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একজন প্রবীণ ও ত্যাগী নেতা আব্দুল খালেক। তিনি ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

১৯৭২-১৯৭৩ সালে ঝিনাইদহ সরকারি কেসি কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে রাজনীতির হাতেখড়ি শুরু। ১৯৭৩-

১৯৭৪ সালে জি,এস ঝিনাইদহ কেসি কলেজ ছাত্র সংসদ।

১৯৭৬-১৯৭৮ বাংলাদেশ ছাত্রলীগের আহবায়ক। ১৯৮০ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ঝিনাইদহ পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পদাকের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালতে রত আছেন।

দীর্ঘ রাজনীতিতে কোন চাপে বা কোন লোভে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ থেকে কখনো বিচ্যুত হয়নি। সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবানে খালেক বলেন, আমাকে নিয়ে অনেক ষড়যন্ত্র করেছিলো কিন্তু আল্লাহ সহায় থাকলে কেউ কোন ক্ষতি করতে পারে না। জনসমর্থন আদায়ে মাঠে রয়েছি। শহরে নৌকার পক্ষে নতুন উদ্যমে শুরু হয়েছে প্রচার প্রচারনা। সফলতা আসবে ইনশাআল্লাহ।

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি’র প্রতিবাদ সমাবেশ

কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির আয়োজনে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধি, পরিবহন খাতে ভাড়া বৃদ্ধি, সকল পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি, সারের সংকটসহ, লোডশেডিং এবং ভোলায় বর্বরোচিত হত্যার প্রতিবাদে, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির উদ্দ্যোগে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

শুক্রবার জেলা প্রেস ক্লাবের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সফল ছাত্রনেতা, ঝিনাইদহ ২ আসনের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির বিপ্লবী সভাপতি, জননন্দিত জননেতা, আলহাজ্ব এ্যাডঃ এম. এ মজিদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহবায়ক, জনাব মোঃ আব্দুল মালেক, জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহবায়ক, জনাব মোঃ আক্তারুজ্জামান, পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহবায়ক, জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, জেলা বিএনপির সংগ্রামী

সাংগঠনিক সম্পাদক, জননেতা জনাব, মোঃ সাজেদুর রহমান পপ্পু সহ জেলা উপজেলা থেকে আগত বিএনপি এবং তার অঙ্গসংগঠনের সিনিয়ার নেতৃবৃন্দ।

উক্ত প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন, সাবেক যুবনেতা ও জেলা বিএনপির সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক, জননেতা জনাব মোঃ জাহিদুজ্জামান মনা, সঞ্চালনা করেন, ঝিনাইদহ সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি, জনাব এ্যাডঃ মোঃ কামাল আজাদ পান্নু।

এর আগে স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও বিএনপি’র চেয়ারপার্সন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী আপোষহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া’র কনিষ্ঠ পুত্র মরহুম আরাফাত রহমান কোকো’র ৫৩ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি কার্যালয়ে ঝিনাইদহ জেলা আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি সংসদের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেন দলটি।

ঝিনাইদহ কালীগঞ্জে স্ত্রী হত্যাকারী পাষণ্ড স্বামী আটক

ঝিনাইদহ কালীগঞ্জে পাষণ্ড স্বামী কর্তৃক স্ত্রী হত্যাকারী মতিয়ার আটক তার ভাষ্যমতে ঘরে থাকা গরু খুটা পোতা কাঠের খেটে দিয়ে মাথায় কয়েকবার আঘাত করি।

এসময় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পর মারা গেছে বুঝতে পেরে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। গত ৯ অক্টোবর দিবাগত রাত ১২ টার দিকে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার ৬নং ত্রিলোচনপুর ইউনিয়নের চাঁদবা গ্রামে পারুল বেগম (৩৫) নামে এক গৃহবধূ হত্যাকারী স্বামী মতিয়ার রহমান এভাবেই পুলিশের কাছে জবানবন্ধি দেন।

হত্যার দুইদিন পর শুক্রবার দুপুর দুইটার দিকে যশোর সদর উপজেলা ফুলবাড়ি ইউনিয়নের লেবুতলা গ্রাম থেকে তাকে আটক করে কালীগঞ্জ থানার পুলিশ। এরপর বিকালে পুলিশ স্বামীকে নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

এসময় হত্যার গুরুত্বপূর্ণ আলামত উদ্ধার করে পুলিশ। সেখানে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন কালীগঞ্জ থানার ওসি আব্দুর রহিম মোল্লা।

ওসি আব্দুর রহিম মোল্লা জানান, ঘটনার পর থেকে মতিয়ার রহমান পলাতক ছিল। এরপর তাকের ধরার জন্য বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হয়। শুক্রবার গোপন সংবাদে জানতে পারি, সে যশোরের লেবুতলা গ্রামে অবস্থান করছে।

সংবাদ পেয়ে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সেখানে থেকে তাকে আটক করা হয়। নিহতের প্রতিবেশিরা জানিয়েছে, প্রায়ই মতিয়ার পারুল দম্পতির মধ্যে সংসারের নানা বিষয় নিয়ে ঝগড়া হতো। ঘ

টনার দিন রাতেও তাদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। তবে, প্রতিনিয়ত এমন ঘটনা ঘটায় প্রতিবেশিরা গুরুত্ব দেয়নি। বুধবার সকালে পারুলকে মৃত অবস্থায় ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেওয়া হয়।

পরে পুলিশ তার মরদেহ উদ্ধার করে। নিহতের সংসারে দুই মেয়ে রয়েছে। এরমধ্যে এক মেয়ে প্রতিবন্ধি ও এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে।

ঝিনাইদহে চুরি হওয়া ২৮টি মোবাইল উদ্ধার

ঝিনাইদহ পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল ২৮টি চুরি হওয়া ও হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে।

বৃহস্পতিবার উদ্ধারকৃত এসব ফোন প্রকৃত মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এ উপলক্ষ্যে ঝিনাইদহ পুলিশ সুপার অফিসে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ঝিনাইদহের পুলিশ সুপার ও সদ্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত অতিরিক্ত ডিআইজ মুনতাসিরুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্ধারকৃত ২৮টি ফোন মালিকদের কাছে হস্তান্তর করেন।

এ সময় ঝিনাইদহ সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবুল বাশার, সাইবার ক্রাইম ইউনিটের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু রাসেলসহ সাইবার ক্রাইম ইউনিটের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মোবাইল ফোন বিতরণকালে পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম বলেন, খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি ডঃ খন্দকার মহিদ উদ্দিন, বিপিএম বার এর নির্দেশনায় ঝিনাইদহ জেলায় একটি সাইবার ক্রাইম ইউনিট গঠিত হয়।

এই ইউনিট সাইবার অপরাধ দমনে সাইবার অপরাধ সম্পর্কিত বিভিন্ন কাজ করে থাকে। তারই অংশ হিসেবে জুলাই মাসে চুরি হওয়া ও হারিয়ে যাওয়া বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ২৮ টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে, যার আনুমানিক মূল্য ছয় লাখ ত্রিশ হাজার টাকা।